গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
মৎস্যচাষ শাখা
www.fisheries.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৩.০২.০০০০.১২২.০৩.০০১.২৩.৪৭

তারিখ: ৩ বৈশাখ ১৪৩০
১৬ এপ্রিল ২০২৩

বিষয়: **তীব্র তাপদাহে মৎস্য খামারিদের করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আবহাওয়া অধিদপ্তর এর তথ্য মতে খুলনা বিভাগের সকল জেলা এবং ঢাকা, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের ঢাকা, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা ও পটুয়াখালী জেলাসমূহের উপর দিয়ে তীব্র তাপদাহ বয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য সকল জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি ধরণের তাপদাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা কিছু দিন অব্যাহত থাকতে পারে। এ তাপদাহের কারণে অত্যধিক তাপমাত্রা বিদ্যমান থাকায় মাছ চাষের পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন মাত্রা কমে এর সংকট তৈরি, মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য নষ্ট হওয়া, অধিক পচন সৃষ্টি হওয়ায় দূষিত গ্যাস এর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধিসহ থার্মাল শক এবং পানির নানাবিধ ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী পরিবর্তিত হয়ে মাছের মড়কের কারণ হতে পারে। এমতাবস্থায়, চাষকৃত পুকুর/জলাশয়ের মৎস্য খামারিদের জন্য নিম্নবর্ণিত করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো-

১. দিনের বেলায় জাল/হররা টেনে পুকুর/জলাশয়ের তলদেশের দূষিত গ্যাস বের করে দেয়া;
২. তাপদাহ চলাকালীন প্রতি ১৫ দিনে একবার করে ভোরে প্রতি শতাংশে ১০০-২০০ গ্রাম চুন, বিকালে ১০০-২০০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করা;
৩. তাপদাহ চলাকালীন প্রতিদিন প্রতি শতাংশে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় উপাদান (আটা/ চাল/ ভূট্টার কুড়া ইত্যাদি) ৫০-১০০ গ্রাম করে প্রয়োগ করা যেতে পারে;
৪. তাপদাহ চলাকালীন পুকুর/জলাশয়ে ইউরিয়া অথবা ইউরিয়া জাতীয় সার প্রয়োগ বন্ধ রাখা;
৫. প্রয়োজনে মাছের জন্য দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ অর্ধেক কিংবা অবস্থাভেদে আনুপাতিক হারে কমানো;
৬. সম্ভব হলে পুকুর/জলাশয়ে চাষকৃত মাছের মজুদ ঘনত্ব কমানো ও পচনশীল দ্রব্য থাকলে অপসারণ করা ;
৭. সম্ভব হলে দুপুরের পর পুকুর/জলাশয়ে ডীপ টিউবওয়েল/সাব মারসিবল পাম্প/অন্যান্য উৎস থেকে নিরাপদ ঠান্ডা পানি ঝর্ণাকারে সরবরাহের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা ও পানির প্রয়োজনীয় গভীরতা বৃদ্ধি করা ;
৮. অক্সিজেনের ঘাটতি হলে হলে প্রতি শতকে প্রতি ফুট পানির গভীরতায় ১ টা করে অক্সিজেন ট্যাবলেট প্রয়োগ করা;
৯. চাষকৃত পুকুর/জলাশয়ে দুপুরের পর অন্তত: ১ ঘন্টা এবং শেষ রাতে কমপক্ষে ২ ঘন্টা করে প্রতিদিন এরেটর চালানো;
১০. জলায়তন অনুপাতে পুকুর/জলাশয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশে কচুরিপানা দিয়ে ছায়াযুক্ত স্থান তৈরি করা যেতে পারে (পুকুর/ জলাশয়ে যাতে ছড়িয়ে না যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে);
১১. পুকুরের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়মিত পরীক্ষাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
১২. জেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় পর্রামর্শ গ্রহণ।

১৬-৪-২০২৩
অলক কুমার সাহা
উপপরিচালক (মৎস্যচাষ)
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৯২

উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা/খুলনা

বিভাগ, খুলনা/চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা/রাজশাহী বিভাগ,
রাজশাহী/বরিশাল বিভাগ, বরিশাল/রংপুর বিভাগ,
রংপুর/সিলেট বিভাগ, সিলেট/ময়মনসিংহ বিভাগ,
ময়মনসিংহ।

ইমেইল: ddaqua@fisheries.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৩.০২.০০০০.১২২.০৩.০০১.২৩.৪৭/১(৬৬)

তারিখ: ৩ বৈশাখ ১৪৩০
১৬ এপ্রিল ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রণীত নয়):

১) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল)।

২) সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল)

৩) ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ খামার ব্যবস্থাপক/হ্যাচারি কর্মকর্তা (সকল)

৪) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৬-৪-২০২৩
মুহাঃ নওশের আলী
সহকারী পরিচালক (মৎস্যচাষ)